স্ট | ক | হো | ম

# সবাই মৌলবাদী নয়...

বাংলা 'ব'-এর ওপর মাত্রাটা বাদ দিলে অক্ষরটা দেখতে ঠিক ত্রিভুজের মতো হবে। আমেরিকায় মাত্র কয়েক দিনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় মনে হলো সমগ্র পৃথিবীটা যেন একটা ত্রিভুজের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর ঐ ত্রিভুজের তিনটি মাথায় বসে আছে 'ব' অক্ষর দিয়ে শুরু করা তিনজন অতিমানব বীন, বুশ ও ব্লেয়ার। 'বীন' অর্থাৎ বীন লাদেন। 'বীন' শব্দটার অর্থ বাদক। লাদেন যে বীন বাজিয়ে চলছেন, বুশ আর ব্লেয়ার সেভাবেই নেচে চলেছেন।

১১ সেপ্টেম্বরের পর বুশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন নেমে এলে ঠিক করেছিলাম এ লোকটি যতদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আছে ততদিন ঐ দেশটিতে যাবো না। কিন্তু মত পাল্টাতে হলো শেষ অবধি, যখন সেজআপা টেলিফোনে অভিযোগের সুরে বললেন, 'তুমি টিসার বিয়েতে আসবে না তা কি করে হয়?' শেষ মুহূর্তে মালয়েশিয়ান এয়ারে ১৪ জুলাইয়ের টিকেট পাওয়া গেল, মালয়েশিয়ান বিমানের অবতরণ ক্ষেত্র নিউইয়র্ক বিমানবন্দর। ঠিক হলো নিউইয়র্ক থেকে টিসাই আমাদের ড্রাইভ করে ফিলাডেলফিয়া নিয়ে যাবে।

যাত্রার ঠিক এক সপ্তাহ আগেই ঘটে গেল অভাবনীয় ঘটনা। ৭ জুলাই লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে পর পর চারটি আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল আকাশ।

বিমান অবতরণ করার আগেই বিমানবালা মাইকে ঘোষণা করলেন দুটি ডিক্লেরেশান ফরম ফিলাপ করার, যদি না করা হয় তাহলে ইমিগ্রেশনকে ৩০০ ডলার ফাইন দিতে হবে। অযৌক্তিক ঝামেলাকে পাশ কাটানোর জন্যই সবাই ফরম-পাসপোর্ট নিয়ে লাইনে দাঁড়ালেন, আমরাও দাঁড়ালাম। ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে ফরমসহ পাসপোর্টটি এগিয়ে দিতেই দুটি জ্বলন্ত চোখ দিয়ে পাসপোর্টের প্রতিটি অক্ষরে নিষিদ্ধ কিছুর সন্ধানে চোখের তারা দুটিকে নাচিয়ে চললেন। এর মধ্যেই আসামিদের মতো বাম ও ডান হাতের আঙুলের ছাপ দিতে হলো। সম্মুখে রাখা ক্যামেরা দিয়ে চটপট ছবি তুলে নিলেন অফিসার। যেন জেলখানায় যাবার মুহূর্তে কয়েদিদের ছবি তুলে নেয়া হচ্ছে। মনটা বিষিয়ে উঠলো, নিজের ওপর রাগ হলো, এ দেশটিতে আমাদের কি না এলেই নয়? চট করে প্রশ্ন করলেন অফিসার, 'স্যার, আপনার নামের পাশে এমডি শব্দটার অর্থ কি?' বললাম, 'এমডি অর্থ মুহাম্মদ।' মুহাম্মদ শব্দটা শোনা মাত্রই পাসপোর্টটি প্লাসটিকের ছোট্ট ব্যাগে পুরে চেয়ার


## প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
**২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫**

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

কা | না | ডা

# নাতালি মিস ইউনিভার্স

কানাডার সুন্দরী পিঙ্গলকেশী নীলনয়না নাতালি গ্লোবোভা এবারের মিস ইউনিভার্স ২০০৫ নির্বাচিত হয়েছেন। ১ জুন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ল্যাটিন আমেরিকান চার সুন্দরীকে হারিয়ে গ্লোবোভা এই শিরোপা জিতে নেন। টরন্টোর অধিবাসী গ্লোবোভা মাত্র ১১ বছর আগে পরিবারের সঙ্গে রাশিয়া থেকে কানাডায় চলে এসেছিলেন। মিস ইউনিভার্স হিসেবে তিনি বিশ্বে এইডস বা এইচআইভি বিরোধী প্রচারণায় অংশ নিতে চান। ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় এবার সব মিলিয়ে ৮১টি দেশ অংশ নিয়েছিল। গত বছরের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার জেনিফার হার্কস নতুন মিস ইউনিভার্স মুকুট পরিয়ে দেন। মিস ইউনিভার্স শিরোপা জয়ের ঘোষণার অব্যহিত পরেই সাংবাদিকদের তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আমি খুবই বিস্মিত, এটি একেবারে অবিশ্বাস্য। সমবেত সুধীজনের উদ্দেশে বলেন, ১১ বছর আগে যখন আমরা এ দেশে এসেছিলাম তখন আমাদের কিছুই ছিল না। আজ আমরা যথেষ্ট পেয়েছি।

*নাতালি গ্লোবোভা*

**jasim_mallik@hotmail.com**

থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যার, কাইন্ডলি দু মিনিটের জন্য আসুন আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। মাত্র দু মিনিট।' ওয়েটিং রুমে ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে জনা তিরিশেক অপেক্ষারত। সব মিলিয়ে বেশ বড় অফিস। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বড় বড় অক্ষরে লেখা। United States Home Land Security. এলেভেন সেপ্টেম্বরের পর এই সংস্থাটির জন্ম। আমেরিকার তাবৎ সিকিউরিটির দায়দায়িত্ব এদের ওপর, আইনের বলে এরা যে কাউকে ধরতে পারে, যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রশ্ন করতে পারে। ওয়েটিং রুমের প্রথম সারির একটি চেয়ারে বসা মাত্রই মালয়েশিয়ান এয়ার লাইন্সের একজন হোস্টেস এগিয়ে এলেন, 'স্যার আপনার লাগেজ কয়টি?' প্রশ্ন করে একটি কাগজ বাড়িয়ে দিলেন। কাগজের একটি ঘরে নাম লিখে বললাম, 'আমার লাগেজ ছাড়াও আমার ফ্যামিলির কয়েকটি লাগেজ আছে।' অনেকক্ষণ পর হোস্টেসটি আবার প্রশ্ন করলেন, 'স্যার আপনি কি লাগেজের জন্য চিন্তিত?' বললাম, 'না, তবে চিন্তিত আমার ফ্যামিলির জন্য, ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে।' পাশে তাকিয়ে দেখলাম কাচের ঘরে তখনো আগের দেখা লোকটির প্রশ্ন-উত্তর চলছে। ভাবলাম, এরপরই হয়তো আমাকে ডাকা হবে। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষারত সবার হাতেই আমেরিকান পাসপোর্ট, কেউবা পাকিস্তানি, কেউ বাংলাদেশী, কেউ শ্রীলংকান- তবে সবাই আমেরিকান, জিজ্ঞাসাবাদ তাদেরও চলছে। যেন হিটলারের ইহুদি সম্প্রদায়, তবে হলুদ ব্যাচ পরানো হয়নি এখনো।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। কাচ দেয়া ঘরে তখনও লোকটির প্রশ্ন-উত্তর চলছে। উঠে দাঁড়িয়ে সম্মুখের অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'How long shall I have to wait?' অফিসারটি অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যে কি জন্য অপেক্ষা করছো তাতো বলতে পারছি না!' বললাম, 'আমার পাসপোর্টটা তোমরা নিয়ে এসেছো। এরমধ্যে অন্য আরেকজন আমার পাসপোর্ট নিয়ে এসে বললো, 'প্লিজ স্যার দু'মিনিট, আপনি একটু বসুন।' আবার গিয়ে চেয়ারে বসলাম। অফিসারটি আমার পাসপোর্ট নিয়ে এদিকে-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে, একটু নার্ভাসও ফিল করছে। যেন গিলতেও পারছে না, ফেলতেও পারছে না। ওরা পরস্পর বলাবলি করছে, 'তাকে আমরা কতক্ষণ বসিয়ে রাখবো?'

ওদের পরস্পর আলাপে মনে হলো আমাকে পরের ফ্লাইটে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। টিসা বাইরে অপেক্ষা করছে, ওকে একটা খবর দেয়া প্রয়োজন। মোবাইল অন করে ওকে খবর দিতে চেষ্টা করলাম। সম্মুখে বসা অফিসারটি বললেন, 'প্লিজ স্যার, মোবাইলটা অফ করুন'। মোবাইলটা পকেটে পুরে বসে রইলাম। এর মধ্যে আরো এক ঘণ্টা চলে গেছে। ওয়েটিং রুমটা খালি হয়ে গেছে। যাদেরকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদের একে একে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কাচের ঘরে প্রশ্ন-উত্তর শেষ হলো। লোকটাকে উঠিয়ে নিয়ে ওরা কোথায় যেন চলে গেল। ঘড়িতে নয়টা বাজে। সবাই চলে গেছে, একা বসে আমি। সম্মুখের কম্পিউটারের পাশে তিনজন অফিসার বসে। আমার পেছনের একটি সারির পর মালয়েশিয়ান এয়ার লাইন্সের হোস্টেসটি তখনো বসে। পেছনে একজন অফিসার এসে বসলেন। আমার ভেতর কোনো ভাবান্তর নেই। ঘড়িতে নয়টা পনেরো। দু'ঘণ্টা পনেরো মিনিট হয় বসে আছি। ওরা কেউ কোনো প্রশ্ন করছে না। কাচের ঘরেও আমাকে ডেকে নিচ্ছে না। নার্ভাস অফিসারটি আমার পাসপোর্ট হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'সরি স্যার, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি'। আরেকজন বললেন, 'স্যার আপনি তো সুইডেনে অনেক দিন ধরে আছেন'। বললাম, 'হ্যাঁ, লং টুয়েনটি টু ইয়ার্স' পাসপোর্টটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর। কোনো প্রশ্ন করা হলো না, শুধু বসিয়ে রাখা হলো। কিন্তু কেন?

বেরিয়ে দেখলাম ছোট নাটাশা একটা থামে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে কার্পেটের ওপর ক্লান্ত হয়ে বসে আছে। বেল্টের পাশে আমাদের তিনটি ব্যাগ নামিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাগগুলো উঠিয়ে নিয়ে বের হতেই দীর্ঘ অপেক্ষমাণ টিসা ও লিসা দৌড়ে এলো।

৭ জুলাইয়ের পর ২১ জুলাই। লন্ডন আবার দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলো। টিভির পর্দায় এলেন ব্লেয়ার। অনেকটা নেতিয়ে গেছেন তবু দাম্ভিক স্বরে বললেন, 'এতে করেও মিডিল ইস্ট পলিসিতে আমাদের পরিবর্তন হবে না।' তবে এটি স্বীকার্য যে, 'সুইসাইড বোম'-এর তত্ত্বটি মধ্যপ্রাচ্য থেকেই ইউরোপে আমদানি হয়েছে। ২১ জুলাইয়ের পর লন্ডন তথা সমগ্র আমেরিকায় খানাতল্লাশি ও ধরপাকড়ের তৎপরতা বেড়ে গেল। বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হলো নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে। নিউইয়র্কে যাবার প্রয়োজন থাকলেও ঘেন্নায় যেতে ইচ্ছে হলো না। টিভি খবরে দেখালো 'সুইসাউড বোম'-এর ওপর আমেরিকান পুলিশের বিশেষ ট্রেনিং দিতে ইসরাইল বিশেষজ্ঞরা আসছেন।

টিসার বিয়ে ধুমধামের মধ্যেই সমাধা হলো।

এবার ফেরার পালা। সুইডিশ বন্ধু পিটার এক বোতল কনিয়াক নিয়ে যেতে বলেছিল। ওর জন্য কনিয়াক কেনা হলো। কেনার পর মনে হলো কাজটা ঠিক হয়নি। কারণ আমেরিকান ইমিগ্রেশন হয়তো কনিয়াকের বোতলকেই লিকুইট বোমা ভেবে বসতে পারে। কি ভেবে ইমিগ্রেশন বোতলটা আটকালো না। তবে কোমরের বেল্ট খুলে দিতে হলো, আর জুতা খুলে খালি পায়ে দাঁড়াতে হলো। ইমিগ্রেশন অফিসার জুতা জোড়া উঠিয়ে স্ক্যান করে চলন্ত বেল্টেন ওপারে পাঠিয়ে দিলেন। সর্বত্র জুতা খেতে খেতে জুতাতেও এদের ভয়। তবে কিসে ভয় নেই সেটাই কথা।

**লিয়াকত হোসেন**
**সদস্য, সুইডিশ রাইটার্স ইউনিয়ন**
**liakathossain@stockholm.com**

মা।র।বু।র্গ

# যা আছে আর যা নেই...

এটা মারবুর্গ শহর, ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে যদি একটা ট্রেনে চেপে বসা যায়, তবে হয়তো পঞ্চান্ন মিনিটের যাত্রা শেষে এই শহরটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। যেতে হবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে উত্তর দিক বরাবর। মারবুর্গ যথেষ্ট সুন্দর একটা শহর। পাহাড়ের গায়ে সাজানো মানব সভ্যতা। এ শহরে আমি বেলী ফুলও খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তারপরও এ শহরে অনেক কিছুই নেই।

এ শহরে আমার ভাষা শিক্ষা কোর্সের সহপাঠিনী সিরিয়ার আহমেদ শামা'র মনে আনন্দ নেই। সে হালাল খাদ্যের দোকান খুঁজে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্তির দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকায় এবং বলে আমি কেন এই যা-তা সবকিছু খাচ্ছি। আমি না মুসলমান! আমি তাকে বলি, আমার পূর্বপুরুষ বাঁদর ছিল। বাঁদর তো সবকিছু খায়, তাই না? ডারউইনের তত্ত্ব মোতাবেক আমাদের হাত-পা গজালেও খাদ্য অভ্যাসটা আগের মতোই আছে। লেজও আছে। লুকিয়ে রেখেছি। শামা আমার কথায় ফিক করে হেসে ফেলে। তবে শামা জানে না ওর হাসিটা মারবুর্গের পাহাড়গুলোর চাইতেও সুন্দর। এ শহরে আমার বন্ধু রাজন নেই। আর তাই রাত তিনটায় চানখাঁরপুল মোড়ে আমাদের চা খেতে যাওয়াও নেই। নেই আমাদের নারীবিষয়ক গবেষণা। কোনো মতে বেঁচে গেছি যে এই অপরূপা শহরে নারী বিষয়ক গবেষণার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। গবেষণার বিষয়বস্তু সবই উন্মুক্ত এবং প্রাণবন্ত।

এ শহরে বাংলামোটরের রোড ক্রসিং নেই। গাড়ির মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা পার হবার সেই জৌলুশও নেই। তবে এ শহরের গাড়িগুলো নিজেরাই এঁকেবেঁকে চলে। প্রেমিকাকে চুমু খাওয়া থেকে শুরু করে 'হাভাইত্যা পোলাপান' বেকুবদের বসে থাকারও জায়গা আছে। 'এই যে বড় ভাই, ভাড়াডা লন' সেই সুললিত কণ্ঠের হেলপারও নেই, আর তাই ভাড়া না দিয়ে যাবার জন্য এক কোনায় আমার ঝিম মেরে বসে থাকার প্রবণতাও নেই।

অপরূপা সুন্দরী এক বোনের এক 'ট্যাবলেট মার্কা' ছয় বছর বয়স্কা হিন্দি গান জানা ভাগ্নি একবার একটা মহামূল্যবান খেলনা গাড়ি দেখিয়ে বলল, 'মামা ভাঙি?' অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে উত্তর দিলাম, 'ভেঙে ফেল। বাপের টাকা আছে, তুই ভাঙবি নাতো কে ভাঙবে?

এ শহরে আমার সেই আদরের ভাগ্নিটা নেই, কিন্তু অপরূপ-অভূতপূর্ব ডিজাইনের সত্যি সত্যি অজস্র গাড়ি আছে। ভেড়া মার্কা পাশের

*নগরের চিত্র এখানে এমন*

বাড়ির সখিনা থেকে শুরু করে খুলনায় আদনানের আহাজারি মার্কা মালার মতো সব ধরনেরই গাড়ি আছে। বিএমডব্লিউ কিংবা মার্সিডিজ গাড়িগুলো যখন রাস্তা দিয়ে শা করে বেরিয়ে যায়, আমার মস্তিষ্কে ভর করে তখন সঙ্গীতের সুর লহরী। 'পড়ে না চোখের পলক, কী তোমার রূপের ঝলক..'। কল্পনায় দেখি নায়িকা ময়ূরী দুপ্ দাপ্ করে আমার দিকেই ছুটে আসছে 'বাঁ-চা-ও'।

এ শহরে আমাদের পরীক্ষা পেছানো নিয়ে কোনো মিটিং নেই। নেই জাগ্রত জনতার 'মুখপাত্র অভিভাবক', সাজ্জাদের সেই বিজয়ী হাসি কিংবা নেই 'জাতির বিবেক' রেজার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জাগ্রত ঐতিহাসিক আন্দোলনকে গতিবান করা। আর তাই সারা দিন ভাষা ক্লাসে আর রাতে হোম ওয়ার্ক করতে করতে কখন যে মধ্যরাত পার হয়ে যায় টেরই পাই না। 'চল নয়টা-বারোটা মাইরা আসি।' কত্তদিন এ আহ্বান কাউকে জানাই না।

এ শহরে পলাশীর মোড়ের মতো রাতে বেঞ্চের ওপর বসে পরোটা-ডাল-ডিম খাওয়া নেই। বারো টাকায় ভরপেট খাওয়া আর দুই টাকার চা। কোর্স কমপ্লিট। তবে কোর্স কমপ্লিট করতে হলে গুনে গেঁথে দশটা ইউরো থাকা চাই। এবং সঙ্গে জার্মান ভাষা জ্ঞান। দুটোর কোনোটাই যদি না থাকে, 'পান্ডে কোয়ি বাত নেহি হ্যায়'। গান শুরু করে দাও আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' রান্না করতে হবে অবশ্যই রাত দশটার পর। কেননা, রাশিয়ার দাশা তখন ঘুমিয়ে পড়ে। এশিয়ান রান্না সংক্রান্ত দাশার কয়েক কোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এবার যাই হোক, রান্নার এনার্জি থাকে না। ফলাফল, বীজ গণিতে দুই নম্বর প্রশ্নমালার চার নম্বর অঙ্কটির মতো। হাত পুড়িয়ে ফেলা। এ শহরে মৌসুমী ভৌমিকের কোনো গান নেই। কেউ বলে না আর 'এখনো স্বপ্ন দেখো' পকেট হাতড়ে পাওয়া পুরনো ময়লা নোটগুলোও নেই। নেই ওয়ারীতে যাবার সেই রিকশাগুলো। স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে হঠাৎ টের পাই, সকালে একটা 'টেস্ট' আছে। এখন মারবুর্গে প্রায় মধ্যরাত। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাংলাদেশের পেপারগুলোর কারেন্ট ইস্যু আপলোড হয়ে গ্যাছে। তড়িৎ গতিতে দেশে এক বন্ধুকেও মেইল করি, 'দোস্ত এরশাদরে এহনও আরেকবার বিয়া দেওন সম্ভব, মাগার আমারে দিয়া DSH পাস করণ সম্ভব না। ভালো থাহিস দোস্ত। দোয়া না করিস, তাই বইল্লা বদদোয়া দিছ না। সামনে পরীক্ষা, বুঝছই তো!

**সালেহ**
**মারবুর্গ, জার্মানি**


HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

**TUKINA INTERNATIONAL**
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com

ল | ন্ড | ন

# সাহারার মৃত্যু আমাদের কান্না

৭ জুলাই লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণের ৬ দিনের মাথায় সাহারার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পুলিশ। সাহারাকে কেন্দ্র করে তার বাবা-মা'র সব স্বপ্ন, আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

বাবা, মা'র অহংকার সাহারা আখতার ইসলাম উত্তর লন্ডনের ইজলিংটনের এনজেল এলাকার কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০ বছর বয়স্ক সুদর্শনা এ তরুণী চালচলনে পশ্চিমা ও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে এক চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। পিতৃপুরুষের মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতিও ছিল তার গভীর টান। এ কারণে কয়েক বছর পর পর ছুটির সময় বাবা-মা, ভাইবোনকে নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে যেতেন। গত ৭ জুলাই ঘটনার দিন সকাল পৌনে ৮টায় সাহারা তার কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। বাসার কাছেই প্লাসটো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ব্যাংকের ইউনিফর্ম হিসেবে তার পরনে ছিল কালো ট্রাউজার ও সাদা টপস্। কাঁধে ছিল একটি বারবেরি ব্যাগ। এরপর সাহারা তার উত্তর লন্ডনের কর্মস্থল ইজলিংটনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়েন। আর মৃত্যু তাকে পেছন থেকে তাড়া করছিল। তাই বোমা বিস্ফোরণের পর আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি কর্মস্থলে যাওয়ার

*সাহারা ছিল সবার আদরের*

উদ্দেশ্যে বাসে চড়েন। অথচ দাঁতের ব্যথার কারণে তার অফিস যাওয়ার কথা ছিল না। টেলিফোন করে অফিসের বড় কর্মকর্তাকে বলে দিয়েছিলেন, 'আজ অফিস আসছি না'। এরপর মা রোমেনা ইসলাম মেয়েকে অফিসে ঠেলে পাঠান। মা বলেছিলেন, অফিস যেয়ে ছুটি নিয়ে চলে এসো। মায়ের কথায় সাহারা দাঁতের ব্যথাকে পায়ে ঠেলে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য রওনা হন। ১১ জুলাই সাহারাদের বাসায় গিয়ে দেখা যায় সবাই স্তব্ধ। কারো কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার পরিস্থিতি ছিল না। সদা হাসিখুশি ও মিশুক প্রকৃতির সাহারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাহারার এক আত্মীয় বললেন, সে ছিল বন্ধুবৎসল। মানুষকে সহজেই আপন করে নেয়ার এক চমৎকার গুণ তার মধ্যে ছিল। সাহারাদের আদি বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার চান্দগ্রামে। বাবা শামসুল হাসান লন্ডন ট্রান্সপোর্টের বাস সুপারভাইজার। মা রোমেনা ইসলাম একজন গৃহিণী। সাহারার জন্ম পূর্ব লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপলে। এরপর সাহারার বাবা প্লাসটোতে চলে যান। শামসুল হাসান ও রোমেনা ইসলামের তিন সন্তানের মধ্যে সাহারা ছিল সবার বড়। তাদের অপর দুই সন্তান হলো আনহারুল (১৭) ও তাসমিন (১৩)। গত ৭ জুলাই বৃহস্পতিবারের ভয়াল বোমা হামলায় ব্রিটেনের অন্য আরো অনেক পরিবারের মতো সাহারাকে কেন্দ্র করে এই সাধারণ বাঙালি পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ মূলধারার দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট তাদের এক রিপোর্টে লিখেছে, যে মেয়েটি ব্রিটেনের মুসলিম সমাজের 'আইকন' হওয়ার কথা ছিল তার এ নির্মম মৃত্যু ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মিশ্র সংস্কৃতির এ লন্ডন শহরে পশ্চিমা ও ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে যেখানে মুসলিম তরুণ-তরুণীদের প্রতিনিয়ত হোঁচট খেতে হয় সেখানে সাহারা ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুই সংস্কৃতির সেতুবন্ধন।

**Ishaque Kazal**
**11. Globe Road, Startford, England**


**প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ**
**সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ**

ত্রৈমাসিক
**প্রজন্ম একাত্তর**

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

**১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন**

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com


কো | রি | য়া

# গুজবে কান দেবেন না

বেশ ক'দিন ধরেই দেশে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় একটা গুজব বেশ ঝড় তুলেছে। কেউ জেনে, কেউ শুনে আবার কেউ অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু ট্রাভেল এজেন্সি দেশের দৈনিক পত্রিকায় সার্কুলার দিয়েছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সত্যি যেটা তা হলো, যারা দীর্ঘদিন কোরিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন তারা ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এর মধ্যে এ দেশের আইনকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে দেশে চলে গেছেন। তাদের এ দেশের এয়ারপোর্ট থেকে যাওয়ার সময়ই বলে দেয়া হয়েছিল যে, তারা ৬ মাস পরে আবার আসতে পারবেন। এ ব্যাপারে নিজ নিজ দেশে অবস্থিত কোরিয়া দূতাবাসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। সেই সময়ে কোরিয়ায় অবস্থানরত দেশী ভাইদের মধ্যে মাত্র ৫২৮ জন প্রবাসী দেশে চলে গেছেন। যারা ইতিমধ্যে অনেকে আবার চলেও এসেছেন। আগস্ট ২০০৪ থেকে ৩০ জুন ২০০৫ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই আসতে পারবেন, এরপর আর কোনো সুযোগ থাকবে না। এজন্য কোনো এজেন্সিতে না গিয়ে সরাসরি কোরিয়া দূতাবাসে গেলেই চলবে। সেখান থেকে প্রথমে E-7-9 তিন মাসের ভিসা দেবে। কোরিয়া এলে এখান থেকে আরো দুই বছরের ভিসা দেবে। একজনের পাসপোর্ট দিয়ে অন্য কেউ আসতে পারবেন না। ঐ ৫২৮ জন ছাড়া অন্য কেউ ভুল করেও কোথাও কোনো টাকা-পয়সা লেনদেন করবেন না। ট্রাভেল এজেন্সিগুলো যে সার্কুলার দিয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। এ ব্যাপারে সরাসরি বাংলাদেশ প্রবাসী মন্ত্রণালয় বা কোরিয়া বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যেসব ভাই নতুন হিসেবে কোরিয়ায় আসতে চান তারা খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন, কারণ এখানকার পরিস্থিতি খুব ভালো নয়। চাকরির বাজার মন্দা। সুতরাং দেশ ছেড়ে কারো পরামর্শে হঠাৎ প্রবাসী হবার চিন্তা করবেন না। হতাশ হবার সম্ভাবনা আছে।

**মোঃ আনিস, সাউথ কোরিয়া, H.P. 016-92147415**